ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা

ভূমিকা ঃ মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় গোটা জাতীয় সত্তার কাঠামো। জাতীয় আশা আকাংখা পূরণ, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্রগঠন ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিভাগে নেতৃত্বদানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রধান উপকরণ হলো শিক্ষা। অথচ আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা তার যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ মতাদর্শী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার ব্যাপারেই শুধু নয়, জাতিকে প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত করার ব্যাপারেও প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

শিক্ষা-ব্যবস্থার আদর্শিক দৈন্য ও লক্ষ্যহীনতা আমাদের জাতীয় জীবনে সৃষ্টি করেছে আদর্শিক শূন্যতা, সৃষ্টি করেছে নৈতিক দুর্বলতা, জন্ম দিয়েছে পরস্পর বিরোধী ব্যক্তিত্বের, শিক্ষিতদের মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা ও রুচী বিকৃতি। চারদিকে তাকালেই আমরা তার বাস্তবতা দেখে অস্থির, পেরেশান না হয়ে পারিনা। ফলে সময় এসেছে আর দেরি না করে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

বর্তমানে আমাদের দেশে দু'ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

আঠারো শতকে ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত সারাদেশে মুসলমানরা একক শিক্ষা-ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা লাভ করে আসছিল। আওরংগজেবের আমলে মোগল সালতানাতের অধীনে সমস্ত শিক্ষায়তনগুলো সরাসরি দিল্লী থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। এ শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে মুসলমানরা একদিকে প্রশাসনিক ও দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতো-অন্যদিকে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারেও পারদর্শিতা অর্জন করতো। খুব সংক্ষেপে এভাবেও বলা যায় যে মুসলিম শাসনামলে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, তা সে সময়ের দাবী ও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিলো। এমন সকল বিষয়ই তখন পড়ানো হতো-যা তখনকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন ছিল। তখন শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই প্রদান করা হতো না বরং ঐ ব্যবস্থায় দর্শন, মানবিক, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য ও অন্যান্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়ও শিক্ষা দেয়া হতো।

ইংরেজরা মুসলিম আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নাকচ করে দিয়ে গড়লো ঃ

(১) স্কুল কলেজ (২) মাদ্রাসা।

ইংরেজদের বিদায়ের দীর্ঘদিন পর- আজও ঐ দু'ধরনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সাথে আরও রয়েছে কাওমী/খারেজী/দারসে নিজামী মাদ্রাসা সমূহ। কাজেই প্রয়োজন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন।

১। শিক্ষা কাকে বলে ঃ

(১) শিক্ষা বললেই আমাদের স্মৃতিতে সে সব সুশৃংখল প্রচেষ্টার কথা ভেসে উঠে যা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের জন্যে করে থাকে। অবশ্য প্রথাগত

(FORMAL) শিক্ষা এটাই। কিন্তু এটা হচ্ছে শিক্ষার নেহায়েত সীমিত ধারণা। কারণ শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত স্বল্প সময় অতিবাহিত করে থাকে। তাদের জানার, শিক্ষা গ্রহণ করার ও অভিজ্ঞতা অর্জন করার কাজ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চালু থাকে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষা ছাড়াও তারা নিজেদের ঘর, মহল্লা, প্রতিবেশী, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং নিজের চারপাশের বিস্তৃত জগত ও তাতে বসবাসকারী লোকদের কাছে কত কিছুইনা শিখে থাকে। যদিও এ শিক্ষা প্রথাগত ও বিধিবদ্ধ নয় (INFORMAL) তবুও প্রভাব এবং ফলাফলের দিক দিয়ে তা নিয়মিত শিক্ষার চাইতে কম নয়।

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা বলতে সাধারণতঃ আক্ষরিক জ্ঞানকে বুঝানো হয়। শিক্ষিতের হার নির্ধারণ করা হয় যারা কিছু লেখাপড়া জানে, সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে আপন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। "আক্ষরিক জ্ঞান থাকার সাথে সাথে যে শিক্ষা মানুষের ধ্যান ধারণার পরিবর্তন সাধন করে, স্রষ্টার বিধি নিষেধ মেনে চল্‌তে সহায়তা করে, সেটাই হলো প্রকৃত শিক্ষা"।

কাজেই শিক্ষার ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তি মাতৃক্রোড় থেকে কবর পর্যন্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত যে সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা সবই অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে।

"মানুষ হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথ পালনের যোগ্য হতে হলে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে যে জ্ঞান ও গুণাবলী প্রয়োজন তা অর্জনের সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে যে প্রচেষ্টা চালাতে হয়, এক কথায় তারই নাম শিক্ষা"।

শিক্ষা এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মসচেতনতা বিকাশ করা হয়। বিকাশ করা হয় জাতীয় সচেতনতাও। এ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিটি নতুন জেনারেশনকে জীবন যাত্রার কলাকৌশলের এবং জীবনের মিশন ও কর্তব্য উপলব্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

শিক্ষা হচ্ছে শারিরীক, মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ।

অন্য কথায় শিক্ষা হচ্ছে একটি সর্বব্যাপক প্রক্রিয়া এবং তা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনকে প্রভাবিত করে এবং এ কারণেই একটা জাতীয় জীবন শিক্ষার উপর নির্ভরশীল।

"I call a complete and generous education that which fits man to perform justly, skilfully and magnanimously all the offices both private and public of peace and war"

—John Milton.

"আমি ঐ শিক্ষাকেই পূর্নাংগ ও উদার শিক্ষা বলি যা একজন মানুষকে তৈরী করে ব্যক্তিগত বা সরকারী দায়িত্ব শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন-ন্যায়সংগতভাবে দক্ষতা সহকারে এবং উদারভাবে প্রতিপালন করতে"।

২। মানুষের পরিচয় ঃ

অহীর জ্ঞান ও নবীদের শিক্ষা ব্যতীত মানুষ তার নিজের প্রকৃত পরিচয় লাভে সক্ষম নয়। শুধু বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করেই মানুষ নিজেকে চিনতে অক্ষম বলেই আল্লাহতায়ালা রাসূলের মারফতে যুগে যুগে মানুষকে আত্মজ্ঞান দান করেছেন।

কাজেই প্রকৃত পরিচয়ের জন্যে কোরআনের কাছে ধর্ণা দিতে হয়।

প্রথম অহী হিসেবে এটুকু জানানো হয়েছে যে, ইলম বা জ্ঞানের উৎস হলো আল্লাহ, যিনি সব কিছু পয়দা করেছেন। সৃষ্টি জগতে কার কি দরকার, কোনটা কার জন্যে ভাল এবং কিভাবে চললে সবার শান্তি হবে এসব একমাত্র আল্লাহই জানেন। তাই তাঁর নাম নিয়েই ইলম হাসিল করতে হবে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লার কাছ থেকেই সহী ইলম পাওয়া সম্ভব। (যে বিদ্যা আল্লার দেয়া জ্ঞানের সাথে খাপ খায়না তা আসলেই কুশিক্ষা-)

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝

[পড়ুন (হে রাসূল) আপনার রবের নামে যিনি পয়দা করেছেন]

বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মাঝামাঝি মনুষ্যত্বের ছিরাতুল মুস্তাকীমই কোরআনের শিখানো পথ। মানুষ আত্মাহীনও নয় দেহহীনও নয়, আত্মাসর্বস্বও নয়, দেহসর্বস্বও নয়-দেহ ও আত্মা উভয়েরই সমন্বয়। আত্মা দেহেরই সহীস।

৩। মানুষের উপযোগী শিক্ষা ঃ

যে শিক্ষা মানুষের আত্মা ও দেহকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যময় পরিণতিতে পৌঁছিয়ে এই জগতের রূপ রস গন্ধকে নৈতিকতার সীমার মধ্যে উপভোগ করার যোগ্যতা দান করে সে শিক্ষাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা।

অন্যভাবে বললে যে শিক্ষা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে মানবতার উন্নতি ও নৈতিকতার বিকাশে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে তাই মানুষের উপযোগী শিক্ষা।

৪। শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় আদর্শের স্থান ঃ

যে জাতির নিকট যে আদর্শ গ্রহণযোগ্য, সেই আদর্শকে সম্মুখে রেখেই উক্ত জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হয়।

আদর্শ একটা জাতির লক্ষ্য।

শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়নের বেলায় জাতীয় আদর্শ নির্ধারন অপরিহার্য।

শিক্ষায় অবশ্যই একটি জাতির সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটতে হবে এবং শিক্ষা, সংস্কৃতিকে অনাগত বংশধরদের জন্যে সংরক্ষণ করবে।

কোন শিক্ষা যদি জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি হতে ব্যর্থ হয় তাহলে তা সমাজের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী করে থাকে। এদেশের অধিবাসীদের শতকরা ৯০% মুসলমান। স্বাভাবিক ভাবে ইসলামই আমাদের জাতীয় আদর্শ।

৫। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার গলদঃ মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

ইংরেজ প্রবর্তিত সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা ইসলামী মূল্যবোধ এবং নীতিমালা শেখার কোন সুযোগ পায়না। মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও ইসলামকে একটা পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থারূপে শিক্ষা দেয়ার কোন পরিকল্পনা নেই, ফলে ইসলামী অর্থনীতি, রাজনৈতিক পরিভাষাগুলো তাদের কাছে প্রায় অপরিচিত। এ দ্বিবিধ শিক্ষা-ব্যবস্থা কিছু

লোককে ধর্মীয় শিক্ষার নামে সমাজ ও জাতির পরিচালনা এবং নেতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে মানবজীবনের এক সীমিত ময়দানে এনে জড়ো করেছে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখেছে। ইসলামী শিক্ষার নামে ইসলামের আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যক্তিগত দিকগুলোই তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে কিন্তু ইসলামের বিশ্বজনীন রূপকে তাদের কাছে পরিবেশন করার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা কিছু লোককে খোদাবিমুখ জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি শিক্ষা দানের মাধ্যমে সমাজ ও জাতিকে পরিচালনা করার যোগ্য করে তুলেছে বটে কিন্তু সত্যিকার অর্থে জাতি গঠনের জন্যে যে চরিত্র ও নৈতিকতার প্রয়োজন তা শিক্ষা না দিয়ে বস্তুবাদী মানসিকতার দিকে ধাবিত করেছে।

আমাদের দেশে কাওমী বা দারসে নিজামী নামে যে মাদ্রাসাগুলো চালু রয়েছে সেখানেও ইসলাম শেখানোর চেষ্টা করা হয় কিন্তু এখানে জাতির প্রয়োজনে, জাতীয় আদর্শের আলোকে কোন নির্দ্দিষ্ট কারিকুলাম সিলেবাস নেই। ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি এসব মাদ্রাসায় সাধারণতঃ পড়ানো হয়না। আরবী ভাষার উপর দক্ষতা অর্জনের তেমন কোন ব্যবস্থাও এখানে নেই। ফলে এক কথায় "ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান"- এ বিষয় স্পষ্ট ধারণা দেবার ব্যবস্থাও এখানে অনুপস্থিত।

মোট কথা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা না পূর্নাংগ ইসলামকে মানুষের সামনে পেশ করতে পেরেছে, না আদর্শ, সৎ ও চরিত্রবান নাগরিক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। প্রচলিত ধার করা শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিত এবং আমাদের সভ্যতার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করা জেনারেশন সম্পর্কে কবি ইকবাল সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"তুমি অন্যের জ্ঞান অর্জন করেছো।
অন্যের কাছ থেকে ধার করা 'রুজ' দিয়ে নিজের চেহারা রংগীন করেছো।
আমি জানিনা তুমি কি 'তুমি' না অন্য কেউ।
তোমার বুদ্ধিমত্তা অপরের চিন্তার শিকলে বন্দি।
তোমার কণ্ঠের নিশ্বাসটুকুওতো আসছে অন্যের তন্ত্র থেকে।
ধার করা ভাষা তোমার কণ্ঠে।
ধার করা আকাংখা তোমার হৃদয়ে ।

তুমি একটি সুর্য, একবার আপন সত্ত্বার দিকে তাকাও। অপরের তারকার আলো তুমি চেয়োনা।

সভার মোমবাতির চারদিকে তুমি আর কতকাল নাচবে?
তোমার হৃদয়ে অনুভূতি যদি থাকে তাহলে অবিলম্বে আপন আলো জ্বালো"।

ইকবাল ছিলেন ধার করা শিক্ষার ঘোর বিরোধী। তিনি সে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছেন যা আমাদের নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির ফল এবং যা আমাদের ঐতিহ্য ও আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ।

শিক্ষা ঃ সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করে Professor Harold H. Titas লিখেছেন ঃ সাধারণ জ্ঞান-ভান্ডারের অভাবের চেয়েও অধিকতর

মারাত্মক হচ্ছে সাধারণ আদর্শ ও প্রত্যয়ের অনুপস্থিতি। শিক্ষা সত্যাপন, দৃঢ় বিশ্বাস ও নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধ এবং বাধ্যতা থেকে বিজ্ঞান ও গবেষণা বিপজ্জনকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শিক্ষা অতীতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এবং তদস্থলে বিকল্প মূল্যবোধ প্রদান করতেও ব্যর্থ হয়েছে। পরিণামে শিক্ষিত লোকেরাও আজ দৃঢ় বিশ্বাস বঞ্চিত, বঞ্চিত মূল্যবোধ থেকে। আর বঞ্চিত একটি সুসংহত বিশ্বদর্শন থেকে"।

M. V. C. Jaffreys অভিযোগ করে লিখেছেন ঃ আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সবচেয়ে বেশী মারাত্মক দূর্বলতা হচ্ছে এর লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই প্রাণবন্ত ও কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা সমূহ এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বিবেচনা করেছে ব্যক্তিগত গুণাবলী ও সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে।

<u>৬। শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ</u>

"আল্লাহ্ তায়ালার সৎ ও সালেহ বান্দাহ তৈরী করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য"। শিক্ষার্থীদের জন্মগত যোগ্যতাসমূহকে বিকশিত করা, তাদের স্বভাবগত প্রবণতাসমূহকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে দেয়া এবং তাদেরকে মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক দিক থেকে ক্রমান্বয়ে এমন উপযুক্ত ও যোগ্যতা সম্পন্ন করে তোলা যাতে করে তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয় এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকে তাদের উপর তাদের মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে তা যেন তাদের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে পালিত হয়।

"Education should be ideologically oriented. It is a means to an end and not an end in itself. The end is the ideology and the culture of the people it is going to serve."

প্রথমেই জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

"বস্তুগত জ্ঞানের নৈতিক শক্তির সমন্বয় সাধনই শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য হইতে হইবে"।

এদেশে এমন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন দরকার যার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপদানের উপযুক্ত নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

যে সব প্রত্যয় এবং আদর্শের জন্যে একটা জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সেগুলোকেই শিক্ষাব্যবস্থা সে জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের ভেতরে অনুপ্রবিষ্ট করবে। কাজেই একটা জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং উন্নয়নই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কাজেই শিক্ষার প্রথম কাজই হতে হবে ছাত্রদেরকে তাদের ধর্ম ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। তাদেরকে শেখানো উচিত জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য, এ বিশ্বে মানুষের পজিশন, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ধারণা, ইসলামী

নৈতিকতা, ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি ও তাৎপর্য, মুমিন জীবনের কর্তব্য এবং একজন মুসলিমের জীবন-মিশন।

৭। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ধরণ ঃ

যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটা পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেয়ার বন্দোবস্ত থাকে তাই ইসলামী শিক্ষা।

এ শিক্ষা লাভের ফলে শিক্ষার্থীদের মন, মগজ, চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠবে যাতে ইসলামের আদর্শে একটা রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম শাসক, বিচারক, অর্থনীতিবিদ, সেনাপতি, রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি সৃষ্টি করবে।

৮। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ

১। একই সাথে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হতে হবে।

২। পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে যত প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করতে হয়-তা সবই ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে শিক্ষা দিতে হবে।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোটা পরিবেশকেই ইসলামী ধাঁচে ঢালাই করতে হবে।

৪। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের সাথে মানব রচিত বিধানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল করতে হবে।

৫। শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চ স্তরে উন্নতমানের মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস,ফকীহ ও মুজতাহিদ সৃষ্টির উপযোগী বিশেষ কোর্স থাকতে হবে।

৬। শিক্ষকগণকে চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে।

৭। মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্যে আবশ্যকীয়।

৮। শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের এবং শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্যে পুরোপুরি চেষ্টা থাকবে যাতে কেহই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে না যায়।

“ইল্‌ম শিক্ষা কর আর অন্যদের শিক্ষা দাও”- (বায়হাকী)

“যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিলের উদ্দেশ্যে কোন পথ চলে, আল্লাহ্ তাকে সে জন্যে তার বেহেশ্‌তের পথ সহজ করে দেন” -মুসলিম

“ইল্‌ম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে ফিরিশ্‌তারা নিজের ডানা বিছিয়ে দেয়” -আবু দাউদ

৯। প্রয়োজনীয় শিক্ষা অবৈতনিক হবে। অসমর্থ ও কপর্দকহীন ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জিম্মাদারী নেয়া হবে- প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি এ ব্যাপারে সাহায্য করাকে কল্যাণজনক এবং যাকাত, সাদাকাতের উৎকৃষ্টতর ব্যয়ের খাত হিসেবে মনে করবেন।

১০। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার জন্যে এবং নিজের শিক্ষা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হবে ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

"আমার শিক্ষা একটি আয়াত হলেও মানুষকে পৌঁছিয়ে দাও" -বুখারী

১১। শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রয়োজনীয়তা, স্বভাব, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং দৈহিক অবস্থার দিক বিবেচনা করে তাকে শিক্ষা দেয়া হবে। শিক্ষা দীক্ষার পথ সহজ করে দেয়া হবে।

"পরস্পরের প্রতি সহজ করে দাও, কঠোরতায় ফেলোনা। সুসংবাদ দাও, শংকিত করোনা" -হাদীস

১২। শিক্ষার্থীদের সরল জীবন যাপন, শ্রম-মেহনত করা, নিজের কাজ নিজে আঞ্জাম দেয়া, আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করায় অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা থাকবে।

১৩। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহর সৃষ্টির উপকার সাধনই ইল্‌ম হাসিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-ডিগ্রীর ভয়, ভক্তি, প্রভাব, মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব-প্রভাব, ধন সম্পত্তি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর অহংকার ও গর্ব নয়।

৯। মূল উপাদানসমূহ ঃ

ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামো দাঁড় করাবার জন্যে যে কয়টা উপাদান খুবই দরকার তা হচ্ছে ঃ

১। **শিক্ষক ঃ-** শিক্ষকদের ভূমিকা মুখ্য। শিক্ষার লক্ষ্য, নীতি, কার্যক্রম ইত্যাদি সব কিছুরই অনুশীলন হয় শিক্ষকের মাধ্যমে। শিক্ষকদের চরিত্রে যে সব গুণাবলীর পরিস্ফুটন থাকবে স্বাভাবিকভাবেই তা ছাত্রদের মন মানসে প্রভাব বিস্তার করবে। আসল কথা হলো যে জাতি কোন বিশেষ জীবন ব্যবস্থার লালন ও বাস্তবায়ন চায় তার জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপযুক্ত শিক্ষক যোগাড় করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ করার জন্যে যে সব লোককে নির্বাচিত করা হবে তাদের জন্যে প্রয়োজন-প্রয়োজনীয় পেশাগত যোগ্যতা ছাড়াও জাতীয় জীবনাদর্শের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং নিজের জীবন ও সমাজে তা বাস্তবায়নের অনবরত চেষ্টা থাকা।

স্মরণ রাখতে হবে যে একজন শিক্ষক সমাজে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তিনি আদর্শ সমাজের স্থপতি। তিনিই ভবিষ্যত বংশধরদের নৈতিক চরিত্র নির্ভুল ভিত্তির উপর নির্মাণের কারিগর। ভবিষ্যত নাগরিকদের সংশোধন ও অধঃপতনের অনেক কিছুই তাঁর প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে।

২। কারিকুলাম-সিলেবাস, পাঠ্য বই-লক্ষ্য, নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে কারিকুলাম তৈরী করতে হবে। সিলেবাসে-কারিকুলামের পূর্ণ প্রতিফলন থাকবে। পাঠ্য বই হবে মূলতঃ সিলেবাসের মুখপত্র, সমন্বয় সাধন ও যোগ সুত্র স্থাপনের জন্যে এক বা একাধিক টীমকে অনবরত কাজ করে যেতে হবে। কাগজের থিউরী ও পরিকল্পনা বাস্তবে নিয়ে আসতে হবে। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে উপযুক্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী নির্বাচন ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন খুবই জরুরী। একাজে এমন ব্যক্তিদের কাজে লাগাতে হবে যাদের হৃদয় মন ইসলামী

ও জাতীয় কল্যাণ চিন্তায় সিক্ত। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসের উপরই দাঁড় করাতে হবে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর পুরো কাঠামো।

৩। শিক্ষাংগন ঃ শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য ও ব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাংগনের পরিবেশ পরিধি নির্মিত হবে। প্রতিটি শিক্ষাংগনে মসজিদ, পাঠাগার, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, গোসলের ব্যবস্থা, প্রশস্ত শ্রেণীকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, বাগান ইত্যাদি থাকবে। যেখানে কো-কারিকুলার কার্যক্রম থাকবে তা লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদিতে লক্ষ্য বিচ্যুতি হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একমাত্র শৃংখলাবদ্ধ সংস্থা যেখানে শিক্ষকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে একটা বিশেষ শৃংখলা ও বিধি মোতাবেক শিশুদের শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন করা হয়। পরিবারের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ও শিশুদের আবেগময় সম্পর্ক বিরাজ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এখানে শিশুদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর যে ছাপ অংকিত হয়-তা আজীবন প্রতিষ্ঠিত থাকে। এসব কারণেই এ উপাদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

১০। ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম ঃ

এ শিক্ষা-ব্যবস্থা এক সাথে দ্বীনী ও দুনিয়াবী প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ। ইসলামের দৃষ্টিতে যে সব বিষয় শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই থাকবে এখানে শুধু তাই পেশ করা হবেঃ সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, কারিগরি, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে কোন্ পর্যায়ে কতটুকু বা কি পড়ানো হবে তা উল্লেখ করা হবে না- অভিজ্ঞতার আলোকে তা নির্ধারণ করতে হবে।

০ প্রাথমিক স্তর ঃ

এ পর্যায়ে প্রচলিত স্কুলগুলোতে যা পড়ানো হয়-প্রায় সবই পড়ানো যেতে পারে, কিন্তু পাঁচটি জিনিস সব পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে ঃ

১। শিশু মনে একথা বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে এ দুনিয়া আল্লাহর সাম্রাজ্য। মানবজাতি আল্লাহর প্রতিনিধি। এক কথায় শিশু মনে ইসলামী চিন্তা ও ধ্যান ধারণা জন্মাতে হবে।

২। ইসলাম যে সব নৈতিক ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধ পেশ করে তা প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ দেয়ার সময় এমন কি অংকের প্রশ্ন মালার ভিতর দিয়েও শিশুর মনে বদ্ধমূল করতে হবে।

৩। এ সময়েই শিশুর মনে ইসলামের জ্ঞান, আকীদা ও ঈমানের বিষয়গুলো বদ্ধমূল করে দিতে হবে। এ কাজে প্রয়োজনবোধে প্রাথমিকভাবে ইসলামিয়াত নামে বই এর সাহায্য নেয়া যেতে পারে। স্মরণ রাখতে হবে ঈমান আকীদার বিষয়গুলো অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যেও এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যেমন দেহের অংগ প্রত্যংগে প্রাণ প্রবাহ ছড়ানো থাকে।

৪। শিশুকে ইসলামী জীবন যাপন প্রণালী শেখাতে হবে। পাক-পবিত্র হবার নিয়ম-কানুন, অযুর মাসলা-মাসায়েল, নামাজ রোজার নিয়ম, হালাল হারামের সীমা, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর হক, পানাহারের নিয়ম-কানুন, পোষাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত বিধান ইত্যাদি।

৫। তাজবিদসহ ছহীহ করে কুরআন তেলাওয়াত করার যোগ্যতা যাতে সৃষ্টি হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

০ মাধ্যমিক স্তর ঃ

১। আরবী ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো। এতোটুকু আরবী শিক্ষা দেয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থী কারো সহযোগিতা বা তরজমা ছাড়াই কুরআন শরীফ বুঝতে পারে।

২। কুরআন শরীফ ঃ কুরআন শরীফ সরল তরজমাসহ বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

৩। ইসলামী আকায়েদ ঃ এ পর্যায়ে ছাত্রদেরকে ঈমান আকীদার বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে অবহিত করতে হবে। ইসলামী আকায়েদের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব, বাস্তবতা এবং মানুষের জীবনে এর গভীর প্রভাব সাবলিল ভাষায় তুলে ধরতে হবে।

এর সাথে ইসলামী নৈতিকতার বিষয়কেও এ পর্যায়ে আরো বিস্তারিতভাবে বেশী ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা করতে হবে।

৪। ইসলামী আহকাম ঃ প্রাথমিক স্তরের তুলনায় আরও বেশী ধারণা দেয়া দরকার। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রয়োজনীয় হুকুম আহকাম শিক্ষার্থীর সামনে পেশ করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে একজন উন্নত মুসলমানের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা দরকার। নামাজ-রোজার বাস্তব আমলের দিকেও নজর দেয়া প্রয়োজন।

৫। ইসলামের ইতিহাস ঃ দেশের ইতিহাস পড়ানোর সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা দেয়া প্রয়োজন। নবী রাসূলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর জীবনী, খোলাফায়ে রাশেদার এবং মুসলিম জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা দরকার।

০ উচ্চ শিক্ষা ঃ

উচ্চ শিক্ষার জন্যে একটি সাধারণ পাঠ্যসূচী অপরটি বিশেষ পাঠ্যসূচী থাকবে। সাধারণ পাঠ্যসূচী সকল বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বাধ্যতামূলক থাকবে-বিশেষ পাঠ্যসূচী প্রত্যেক বিষয়ের ছাত্রকে তার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অনুসারে পড়ানো হবে। সাধারণ পাঠ্যসূচীতে ৩টি বিষয় থাকা উচিত।

১। কুরআন শরীফ ঃ অনুবাদ ছাড়া কুরআন শরীফ বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে।

কুরআনের শিক্ষা কি-তা ভাল করে জানা ও বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

২। হাদীস সংকলন ঃ এমন সংকলন পড়ানো দরকার যেখানে ইসলামের মূলনীতি, নৈতিক শিক্ষা এবং রাসূল (দঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

৩। ইসলামী জীবন পদ্ধতি ঃ ইসলামী আকীদা বিশ্বাস থেকে শুরু করে ইবাদাত, আখলাক, সামাজিক, সভ্যতা-সংস্কৃতির কাঠামো, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধ ও সন্ধি পর্যন্ত ইসলামী বিধানের যাবতীয় দিক ও বিভাগ যুক্তি প্রমাণাদিসহ বর্ণনা থাকবে।

০ বিশেষ পাঠ্যসূচী ঃ

বিশেষ বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ আগ্রহ মোতাবেক ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজান, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, কারিগরি, কৃষি ইত্যাদির যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবে। প্রতিটি বিষয় পড়াতে হবে ইসলামের দৃষ্টি ভংগিতে-যাতে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব বিষয়ে পারদর্শী হবার সাথে সাথে এক্ষেত্রে ইসলামের অবদান এবং দৃষ্টিভংগি কি তাও অনুধাবন করতে পারে।

০ পরবর্তীতে থাকবে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষা ঃ

১। আরবী সাহিত্য ঃ ছাত্রদের মধ্যে আরবী ভাষার উচ্চমানের গ্রন্থাবলী পড়ার ও বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে এবং আরবী ভাষায় লিখতে ও কথা বলতে পারে এমন পর্যায়ে তাদেরকে উন্নীত করতে হবে।

২। কুরআন শিক্ষা ঃ এক্ষেত্রে তাফসীরের মূলনীতি, তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস ও এই শাস্ত্রের বিবিধ মত ও চিন্তা-ধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ছাত্রদের জ্ঞান দান করতে হবে। অতঃপর কুরআনের গবেষণামূলক ও তাত্বিক অধ্যয়নের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩। হাদীস শিক্ষা ঃ হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদীসের মূলনীতি বা উসুলে হাদীস, হাদীসের ইতিহাস এবং বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাইয়ের বিধান পড়ানোর পর মূল গ্রন্থসমূহ এমনভাবে পড়াতে হবে যেন ছাত্ররা একদিকে হাদীস পরখ করা এবং তার বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই করে নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্য হয়ে উঠে। অপর দিকে বেশীর ভাগ হাদীস সম্পর্কে মোটামুটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়।

৪। ফেকাহ ঃ আইন কলেজসমূহে যেভাবে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে এক্ষেত্রে ফেকাহ শিক্ষাদান তা থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে শুধু ফেকাহর মূলনীতি (উসুলে ফেকাহ), ইতিহাস, ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিভিন্ন মাযহাবের বৈশিষ্ঠাবলী এবং কুরআন ও হাদীস থেকে আইন-বিধান রচনার পদ্ধতি ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৫। তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়ন ঃ এ পর্যায়ে দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় ধর্মমতের মৌলিক শিক্ষা, প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান করতে হবে। এর সাথে আরও থাকবে চিকিৎসা, কারিগরি, কৃষি বিজ্ঞান এবং আরও অন্যান্য বিষয়াদি।

১১। বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ

আমাদের মত একটি দরিদ্র দেশের জন্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা খুবই জরুরী। এ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। তাই এ ধরনের শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।

১। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্তির পরই শিক্ষার্থীদের বাছাই পর্বের মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাখিল করার ব্যবস্থা করা হবে। সেখানে তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে কুরআন, হাদীস, ইসলামী আখলাক ও সীরাতের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া হবে।

২। কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে কৃষি ও কুটির শিল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে।

৩। এ উদ্দেশ্যে দেশের প্রত্যেকটি থানায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে।

১২। মহিলাদের জন্য শিক্ষা ঃ

১। প্রতি পর্যায়ে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চতর পর্যায়ে মেয়েদের জন্য পৃথক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা মেয়েদের প্রতি পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে।

৩। দ্বিতীয় স্তরেও মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষা তারা লাভ করতে পারবে। তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের শারীরিক যোগ্যতার সাথে সংগতিশীল ও শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে যে সমস্ত কাজ তারা করতে পারে সেগুলো তাদের শিক্ষা দেয়া হবে।

৪। বিশেষ করে যাতে তারা সুগৃহিনী হতে পারে, সন্তান পালনের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারে, বাড়তি সময়ে কুটির শিল্পের মাধ্যমে সংসারের, পরিবারের ও দেশের উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। সামরিক শিক্ষা ঃ

১। সামরিক শিক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

২। প্রাথমিক স্তর থেকে এ শিক্ষা শুরু হবে। দ্বিতীয় স্তরের প্রত্যেক বিভাগের সাথে এটা সাধারণভাবে সংযুক্ত থাকবে।

১৪। অমুসলিমদের জন্যে স্ব-স্ব ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ঃ

ইসলাম অমুসলিমদের যে অধিকার দিয়েছে, অন্য কোন আদর্শ তার সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের জন্যে তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ থাকবে।

১৫। গ্রন্থ রচনা ঃ

ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন বই পত্রের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন বই পত্র যে দৃষ্টিতে লেখা হয়েছে তাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তার ওপর আঘাত এসেছে ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে সমাজ পাঠ, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনস্তত্ব, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়, ইতিহাস। এ বিষয়গুলোকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করে নতুনভাবে লিখতে হবে।

১। সমাজ পাঠ ও সমাজ বিজ্ঞানকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এমনভাবে গ্রন্থিত করতে হবে যার ফলে তাকে ইসলামী সমাজপাঠ ও ইসলামী সমাজ বিজ্ঞান নামে আখ্যায়িত করা সম্ভব হবে।

২। বিজ্ঞানের প্রকাশভংগী ও বিশ্লেষণ প্রণালীকে আল্লাহ বিশ্বাস ও কুরআনী আহকামের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বই পুনর্লিখিত হতে হবে। কোথাও কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের মোকাবিলায় বান্দাহর অহম যেন না থাকে।

৩। রাষ্ট্র বিজ্ঞানকে ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, চিন্তাবাদ ও পদ্ধতির আলোকে নতুন করে সাজাতে হবে। অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদ ও পদ্ধতিগুলো সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবে এবং ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সিষ্টেমের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদ ও ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ও জোরালো বর্ণনার সাথে সাথে বিশ্বে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, মার্কসবাদ প্রভৃতি অর্থনৈতিক মতবাদগুলোর গলদ সুস্পষ্ট করতে হবে।

৫। ইসলামের ইতিহাস থেকে রাজা বাদশাহদের ইতিহাসের প্রধান্য হ্রাস করতে হবে। ইসলাম মুসলমানদের কি দিয়েছে, মুসলমানরা ইসলামের সাথে কি ব্যবহার করেছে, ইসলাম বিশ্ব মানবতাকে কি দিয়েছে, ইসলামের বিরুদ্ধে কিভাবে অনৈসলামের আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে, ইসলাম কিভাবে তার মোকাবিলা করেছে এবং ইসলামকে গ্রহণ করে মুসলমানরা কিভাবে বিশ্বে উন্নতি লাভ করেছে এবং ইসলামকে পরিহার করে কিভাবে তারা অধঃপতিত হয়েছে তার ইতিহাসই হবে ইসলামের ইতিহাস। আর এ ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও রাজ বংশের নামে চিহ্নিত না হয়ে মুজতাহিদীন ও মুজাদ্দিদীনে ইসলাম, ইসলামের অনুসারী শ্রেষ্ঠ মুসলিম শাসকবৃন্দ ও শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের নামে চিহ্নিত হওয়া উচিত।

১৬। শেষ কথা ঃ

ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার গুরুত্ব-এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলেও এ ব্যবস্থা কার্যকরী করার সহজ কোন পথ নেই। যেহেতু ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ মডেল আমাদের সামনে নেই, সেক্ষেত্রে এর ব্যাপক গবেষণা, পরীক্ষা, নিরীক্ষা, চিন্তা ভাবনা অপরিহার্য। এ সময় আমাদের যা করণীয় ঃ

১। ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে এবং অন্যকেও দিতে হবে।

২। ইসলামী শিক্ষ্য-ব্যবস্থার পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

৩। আমাদের সবাইকে বিশেষ করে শিক্ষক হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তাদেরকে বেশী সচেতন হতে হবে। পাঠ্য বইতে ৩ (তিন) ধরনের অবস্থা থাকে ঃ আদর্শের অনুকূলে, প্রতিকূলে ও নিরপেক্ষ। পড়াবার পূর্বেই শিক্ষককে ভালভাবে পুস্তক পর্যালোচনা করে নিতে হবে। ফলে তাঁর কাছে বিভিন্ন দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। পড়াবার সময় ইসলামী দৃষ্টিভংগিকে সামনে রেখে পড়াতে হবে। কাজেই এভাবে পাঠ পরিকল্পনা পরিবেশনের মাধ্যমে ছাত্ররা জীবনের জন্যে কি গ্রহণ করবে, কি বর্জন করবে-একদিকে তা নির্ধারণ করতে পারবে। অপরদিকে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বপক্ষে তাদের মজবুত মত গড়ে উঠবে।

৪। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে, যেখানে মডেল স্থাপন করার চেষ্টা ফলপ্রসু হতে পারে।

৫। এভাবে ধীরে ধীরে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার চাহিদা আন্দোলনে রূপ নেবে। জনগণ সচেতন হবে-তারা এটাকে তাদের অন্যতম দাবী বানাতে পারবে।

<u>সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ</u>

১। শিক্ষা ব্যবস্থা-ইসলামী দৃষ্টিকোণ-মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

২। ইসলামী শিক্ষা সংকলন-ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

৩। ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি- অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ

৪। অন ইসলামিক এডুকেশন-ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

৫। শিক্ষা ও আদর্শ-ডঃ হাসান জামান।

৬। ফান্নে তালীম ও তারবিয়াত-জনাব আফজাল হোসাইন।